241

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 6 ... 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'কালান্তর'-এর রবীন্দ্রনা
পার্থক্যটা বেশ স্পষ্ট
লেখাগুলো লিখছেন ত
প্রসারিত ও মানবিকত
কালান্তর-এর লেখাগু
উত্তরকালে রচিত। অ
খাতিরে এ সময় রবী
বিশ্বমানবিক চিন্তা-চেত
যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ
সূত্রটা কিছুটা হলেও

১৯১২ সালের
মার্চ কলিকাতা
মাঠে ঢাকা বিশ্
প্রতিষ্ঠার সিদ্ধা
প্রতিবাদ করে
সভা করে। সে
সভাপতিত্ব কর
রবীন্দ্রনাথ। আ
ব্যাপার হল,
রবীন্দ্রনাথের পূ
মুসলমান প্রজা
লেখাপড়া শিখে
নিজেদের ভাগে
করুক- এটাও
চাননি। রবীন্দ্র
চিন্তা-চেতনা,
মনীষার এই উ
শতকীয় ধারা
আমাদেরকে ল
দিয়ে পারে না

বিস্তারিত হওয়ার সুযো
মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনা
আমাদের রবীন্দ্রনাথ সব
সংকীর্ণ হিন্দু মানসভাব
চিন্তা-চেতনার আবর্তে
আমরা উত্থিত হতে
অনগ্রসর দৃষ্টিবোধসম্প
রবীন্দ্রনাথ।। এই রবীন্দ্র
হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্র

পণ্যের প্রবল দাপটে দেশের বেসরকারী খাতের শিল্প-কারখানা প্রায় ধ্বংসের পর্যায়ে এসে গেছে, রুদ্ধ হয়ে পড়েছে শিল্পের বিকশিত হওয়ার সকল পথ ও সম্ভাবনা। এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প-কারখানাগুলো টিকে থাকলে এবং স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখলে দেশ বিপর্যয় এড়াতে পারে। এটাই সকল দেশে হয়ে থাকে এবং সকল দেশই রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প-কারখানাগুলোকে টিকিয়ে রাখার এবং বিকশিত করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ করে, বর্তমান সরকারের আমলে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিপরীত পন্থা নেয়া হয়েছে এবং একের পর এক বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে দেশের অনেক মৌলিক শিল্প-কারখানা। মাত্র কিছুদিন আগে চিটাগাং স্টিল মিল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, বর্তমানে আয়োজন চলেছে কর্ণফুলী রেয়ন কমপ্লেক্সকে বন্ধ করে দেয়ার।

গতকালকের একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, দেশের অন্যতম মৌলিক ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স (কেআরসি)-কে স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করার কিংবা ক্ষমতাসীনদের পছন্দনীয় কোনো দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী গ্রুপের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কর্মরত ৮৭৭ জন শ্রমিক-কর্মচারীর ভাগ্যকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়ার আয়োজন চূড়ান্ত করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখার এবং লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসি ১৮ কোটি ৫ লাখ টাকা দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিদায় দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটির মধ্যবর্তী চন্দ্রঘোনায় এক হাজার ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৬৪ সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উৎপাদন সামগ্রী ছিল রেয়ন সুতা। ১৯৬৭ সালে উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কেআরসি লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল, এর নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল এক কোটি ৭০ লাখ টাকা। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অপচয় এবং সরকারের ভুল নীতির কারণে কেআরসি এক লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে এতে ২৮ বছরে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। চক্রবৃদ্ধি হারের সুদে-আসলে কেআরসির বর্তমান ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৪৮৯ কোটি টাকা। জানা গেছে, সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ বা বিক্রি করার পরিবর্তে এর কেমিক্যাল প্ল্যান্টটিকে চালু রাখা হলে এবং শ্রমিক অসন্তোষকে সহনীয় পর্যায়ে রাখা গেলে পর্যায়ক্রমে কেআরসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সরকারী দলের সদস্য হিসেবে পরিচয়দানকারী কয়েকজন শ্রমিক নেতা ও সশস্ত্র ক্যাডার এবং কয়েকজন চাকমা নেতার বেআইনী কার্যকলাপ ও প্রচণ্ড চাপের কারণে সে প্রচেষ্টা নেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এসব নেতা ক্যাডারসৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে একদল সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত কেআরসি'র মূল্যবান যন্ত্রপাতি, মোটর, পারদ, সীসার প্লেট, তামার পাত, ফিটিংস, কেবলস, কাঁচামাল এবং আসবাবপত্রসহ কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিক্রি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। থানায় মামলা করা হলেও সরকারের সম্ভাব্য অসন্তোষের কারণে কারো বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে কেআরসি টিকে আছে অনেকাংশে জীবন্মৃতাবস্থায়। পরিস্থিতির এই অবনতিশীল প্রেক্ষাপটেই কেআরসিকে বন্ধ ঘোষণা করে বেসরকারী খাতে বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তটির আমরা বিরোধিতা করি। আমরা মনে করি না যে, ৪৬১ কোটি টাকার দায়-দেনার সঙ্গে আরো ১৮ কোটি ৫ লাখ টাকার বোঝা বাড়িয়ে কেআরসি'র মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ ঘোষণার মধ্যে সমস্যার সমাধান কিংবা লাভবান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বরং দেশের মৌলিক শিল্পের বিরুদ্ধেই আরো একটি কঠোর এবং ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ নেয়া হবে মাত্র। আমরা মনে করি, সরকারের উচিত ইতিবাচক এমন উদ্যোগ নেয়া, যাতে প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকার পাশাপাশি লাভজনকও হয়ে উঠতে পারে।

এ ব্যাপারে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের পরামর্শকে বিবেচনায় নেয়া দরকার। প্রকাশিত খবরে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে যে, কেআরসিতে উৎপাদিত রেয়ন সুতা, সেলোফেন পেপার, রেয়ন স্ট্যাপল ফাইবার প্রভৃতির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে মিয়ানমার, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, জার্মানী ও আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে। দেশের ভিতরেও তাঁতীদের মধ্যে রেয়ন সুতার বিরাট বাজার রয়েছে। কর্ণফুলী পেপার মিলও কেআরসি'র কাছ থেকে প্রতি বছর ১৮ কোটি টাকার কাঁচামাল সরবরাহ নেয়। ফলে সরকার যদি রফতানী ও বিক্রির আয়োজন করার পাশাপাশি দেশের ভিতরে প্রয়োজনীয় প্রোটেকশন দিতে পারে এবং পারে চোরাচালান বন্ধ করতে, তাহলেই সম্ভব কেআরসিকে টিকিয়ে রাখা এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। সরকারকে এজন্য বিশেষ করে চোরাচালান বন্ধ, রেয়ন ও সেলোফেনের আমদানী নিষিদ্ধ এবং দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেআরসি'র পণ্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আমরা মনে করি, তথ্যাভিজ্ঞ মহলের পরামর্শগুলোকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ নেয়া দরকার। সরকারের প্রতি আমরা ইতিবাচকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের এবং কেআরসিকে টিকিয়ে রাখার দাবী জানাই। মনে রাখতে হবে, মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার মধ্যে নয়, বরং বিকশিত করার পদক্ষেপের মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত একটি দেশের স্বাধীনতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। স্বাধীনতার রক্তঝরা দিনগুলোর পূর্বে এ বাংলাদেশের কোন অস্তিত্ব ছিল না, ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলা, কিন্তু বীর বাঙ্গালীর রক্তের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলার অস্তিত ধুলিস্যাৎ হয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

দুঃখের বিষয় হলো, স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৮ বছর পরও আমরা সেই পূর্ববাংলা ব্যবহার করে আসছি। অথচ বাংলাদেশে যারা স্বাধীনতা নিয়ে রাজনীতি করছেন এ ব্যাপারে তাদের কোন অনুভূতিই নেই। মনে হচ্ছে, যেন পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা আর বাংলাদেশকে পূর্ববাংলা বলার ইচ্ছায়ই তাদের মাঝে এর কোন প্রতিক্রিয়া আসছে না। সেদিন মামার কাছে চিঠি লিখতে যেয়ে হঠাৎ আমাকে বাধ্যতামূলক 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট' লিখতেই যেন আঁৎকে উঠলাম। অনুভূতির দংশনে জর্জরিত হয়েই লিখতে বাধ্য হলাম। হায়! স্বাধীনতা। সংশ্লিষ্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন- আমাদের বিবেকের দংশনমুক্ত করুন। প্রকৃত স্বাধীনতার মূল্যায়ন করুন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পরিবর্তে- বাংলাদেশ রেজিমেন্ট ব্যবহার করুন। তা হলেই প্রকৃত স্বাধীনতা যোদ্ধারা শান্তি পাবে আত্মায়। নচেৎ ভারতের দালালেরা তাদের দুঃস্বপ্নের অজগরের থাবায় পড়বে।

এসএম কামাল হোসেন, কামিল ২য় বর্ষ, তামিরুল মিল্লাত কা'মিল মাদ্রাসা মীরহাজির বাগ, ঢাকা।

আমরা শিক্ষিত এটাই কি অপরাধ?

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের লক্ষ্যই নেই দেশে শিক্ষিত বেকার সমস্যা কত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমি নিজেই একটা ডিগ্রী পাসের পদের জন্য আঠারশ'-এর অধিক লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কোথায় ভেবে দেখুন তো? অবশ্য এ রকম ঘটনা পত্রিকায় অহরহ প্রকাশ পায়। সরকারের এই শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের মাথা ব্যথা আছে শান্তি চুক্তি করে অস্ত্রবাজদের ভাঙ্গাচুরা অস্ত্র জমা নিয়ে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দেয়া ও যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দিয়ে পুনর্বাসন করা। সম্প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশের সন্ত্রাসীদের পুরাতন দেশী তৈরী অস্ত্র জমা নিচ্ছেন এবং তাদের পুনর্বাসনের সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। তার প্রমাণ হিসেবে পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে এই

ভর্তুকি দিচ্ছে। আবার শি
সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ কর
অবাক লাগে। অথচ এ
বেকারদের অবস্থা আজ
জানেন? গুটি কয়েক নিয়ে
প্রকাশ করা হলেও তাতে
হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা কোটা,
ভিডিপি কোটা, উপজাতি
পোষ্য কোটা, মহিলা কে
কোটা ইত্যাদি। তারপ
দলীয়করণ। তাহলে
অবস্থানটা কোথায়? সরকা
জন্য করেছে নাকি যু
অধিদপ্তর ও কর্মসংস্থাপ
বলতে পারেন এই যু
অধিদপ্তর থেকে কতজন শি
উপকৃত হয়েছে। অন্য
কর্মসংস্থাপন ব্যাংক
কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ
যা আছে তা আমাদের
বাইরে। সমাজে এই
বেকারদের অবস্থান তাহলে
এই সরকারের কথায় দাদী
কথা মনে পড়ে।
এক ব্যক্তির একটি কাক
ময়না পাখি ছিল। যথাসম
ক্ষুধা লাগত। এবং তারা
করত। কাকের ডাকার
কর্কশ আর ময়না পাখির
ভাল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি শুধু
খেতে দিত। এই দেখে
হেঁটে যাওয়া এক ব্যক্তি
ভাই তুমি ময়না পাখিকে
দিয়ে শুধু কাকটিকে খেতে
পাখিওয়ালা উত্তর দিল, ম
ডাক সহ্য করা গেলেও ক
সহ্য করা যায় না। তাই
বেশী খেতে দেই। রাস্তা
ব্যক্তিটি মৃদু হাসি দিয়ে চলে
এই গল্পের মধ্যে কি প্রকা
সরকারের কাছে শিক্ষিত
অবস্থা কোথায়। আমি
অনুরোধ করব, আমাদের
ভাবুন। ধান গবেষণ
পাশাপাশি মানব সম্পদ গ
স্থাপন করুন। এই ব্যা
সরকারসহ উর্ধ্বতন কর্তৃ
আকর্ষণ করছি।
-মোঃ মহিউল আল
ডিপো, পোঃ ফুলতলা,

বৈশাখী মেলায় নাচ প্রসঙ্গে

গত কয়েক মাস আগে
গেছে বৈশাখী মেলা। বৈ
প্রথম দিন থেকে শুরু হ
মেলা বাংলাদেশের বিভি
তদ্রুপ আমাদের আলম
উদযাপিত হয় বৈশাখী
মেলায় অন্য কিছুর মত
পুতুল নাচ। আমি জীবনে
পুতুল নাচ দেখেছি, তাই ব